গুনাহ মার্জনাকারী

নেক আমল

[আল-কুরআনুল কারীম ও সহীহ হাদীসের আলোকে
গুনাহ মাফের বিশুদ্ধ ও সহজ নেক আমল]

মুহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ

খতিব, পাইকপাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, মিরপুর-১, ঢাকা
উপস্থাপক ও আলোচক, ইসলামিক অনুষ্ঠান
সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল

সবুজপত্র

লেখক পরিচিতি

মুফতি মুহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত চৌদ্দগ্রাম উপজেলার বাতিসা ইউনিয়নের দৈয়ারা গ্রামে জুলাই ১৯৮৩ সালের ২০ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ সেলিম নিজ এলাকার বসন্তপুর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসায় দীর্ঘদিন অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন শেষে অবসর গ্রহণ করেছেন। মায়ের নাম মিসেস হাজেরা বেগম। ছয় ভাইয়ের মধ্যে তিনি চতুর্থ।

তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনার পর পিতার মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ২০০১ সালে কৃতিত্বের সাথে দাখিল পাশ করেন। ২০০৩ সালে ছারছীনা দারুস্-সুন্নাত কামিল মাদরাসা থেকে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিসহ আলিম পাস। ২০০৫ সালে একই মাদরাসা থেকে ফাযিল (ডিগ্রি) পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকা পঞ্চম স্থান লাভ করেন। পরবর্তীতে ঢাকা'র তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা থেকে ২০০৭ সালে ফিক্হ বিভাগ থেকে মেধা তালিকায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থানসহ কামিল পাস করেন। ২০০৬-২০০৯ শিক্ষাবর্ষে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ থেকে ইংরেজি বিষয়ে বিএ (অনার্স) ডিগ্রি লাভ করেন। ২০১৫ সালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এমবিএ ডিগ্রি লাভ করেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে এমএ (ইভেনিং) অধ্যয়নরত।

ছাত্র জীবন থেকেই ঢাকা'র বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মাদরাসাসহ, শিক্ষক নির্বন্ধন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং সেন্টারে খণ্ডকালীন শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৯ সাল থেকে দেশের বেশ কয়েকটি সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলে ধর্মীয় আলোচক ও উপস্থাপক হিসেবে পারফর্ম করছেন।

ছাত্রজীবন থেকেই ঢাকাস্থ বিভিন্ন জামে মসজিদে খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে ঢাকার মিরপুরে 'পাইকপাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ'-এ খতিব পদে নিয়োজিত আছেন। ২০০৯ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এ প্রবেশনারি অফিসার পদে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে প্রিন্সিপাল অফিসার পদে উন্নীত হন। ২০১৭ সালের রমজান মাসে আরটিভি কর্তৃক তার প্রথম বই 'আস সিয়ামু জুন্নাহ' প্রকাশিত হয়।

তিনি ২০১২ সালে নরসিংদীস্থ জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসার উপাধ্যক্ষ হাফেয মাহমুদুল হাসান মাদানী'র চতুর্থ কন্যা আফিফা'র সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক।

দীনের বিশুদ্ধ জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে সম্প্রতি শুরু করেছেন Channel H নামে একটি অনলাইন-ইউটিউব বেইজড প্রচার মাধ্যম। দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার জন্য তিনি সকলের দু'আপ্রার্থী।

সূচিপত্র

গুনাহ মার্জনাকারী নেক আমলের পরিচয়

'গুনাহ মার্জনাকারী' পরিভাষার ব্যাখ্যা ২১

নেক আমলের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় খেয়াল রাখা জরুরি ২২

প্রথম অধ্যায়

কুরআনের আলোকে গুনাহ মার্জনাকারী নেক আমল

০১ **ঈমান ও তাকওয়া** ৩০

তাকওয়ার পরিচয় ৩১

ইহকালীন কল্যাণে তাকওয়ার প্রয়োজনীতা ৩১

পরকালীন মুক্তিতে তাকওয়ার প্রয়োজনীয়তা ৪১

পরিপূর্ণ তাকওয়ার রূপরেখা ও ফলাফল ৪৮

০২ **ঈমান ও সৎকাজ** ৫০

ঈমান কি ভঙ্গ হতে পারে? ৫২

ঈমান ভঙ্গের কারণ ৫৩

০৩ **তাকওয়া ও ভালো কথা** ৫৭

কথা বলার শরয়ী আদব ৬০

সত্য ও সঠিক কথা বলার শরয়ী টিপ্‌স ৬০

০৪ **ধৈর্যধারণ ও নেক আমল** ৬৫

ধৈর্যধারণে বান্দাহর করণীয় ৬৬

বিপদ হাসিমুখে বরণে কার্যকরী ইসলামিক এ'লাজ ৬৮

০৫ **আল্লাহর ভালোবাসা ও নবীজী'র অনুসরণ** ৮০

ইত্তেবা' (অনুসরণ) কি? ৮১

আল কুরআনে ইত্তেবা' ৮১

ইত্তেবায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুরুত্ব ৮৩

যে ছয়টি বিষয়ে ইত্তেবা অত্যাবশ্যক ৮৫

সুন্নাহ/হাদীসের গুরুত্ব ৮৮

০৬ **আল্লাহর অধিক যিক্‌র** ১০৯

যিক্‌র-এর পরিচয় ১১০

যিক্‌রের ফযীলত ১১১

যিক্‌রের প্রকারভেদ ১১২

৪০	**আল্লাহর ভয়ে কান্না করা**	৪০৬
	আল্লাহর ভয়ে কান্নার গুরুত্ব	৪০৭
৪১	**তাওবা নাসূহা**	৪১২
৪২	**বিপদে ধৈর্যধারণ করা**	৪১৪
৪৩	**মৃতকে গোসল, কাফন ও জানাযা আদায় করা**	৪১৭
	জানাযায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে কি?	৪২২
	জানাযা সালাতের হুকুম	৪২৪
	জানাযা সালাতের ওয়াজিব আমল ছয়টি	৪২৫
	জানাযা সালাতের সুন্নাত আমল পাঁচটি	৪২৫
	মৃতকে গোসল দেওয়ার সঠিক পদ্ধতি	৪২৬
	মৃতকে কাফন দেওয়ার মাসনূন পদ্ধতি	৪২৬
	জানাযা সালাত আদায়ের মাসনূন পদ্ধতি	৪২৭
	মৃতকে দাফনের মাসনূন পদ্ধতি	৪৩০
	লাশ দাফন করার পর দু'আ করার বিধান	৪৩৩
	সম্মিলিত মুনাজাত বিষয়ে হাদীস	৪৩৪
৪৪	**বিপদগ্রস্তের কষ্ট দূর করা**	৪৩৬
৪৫	**ক্ষমা প্রদর্শন ও উদারতা**	৪৩৮
৪৬	**প্রবল পিপাসার্তকে পানি পান করানো**	৪৪২
৪৭	**দুই মুসলিমের পরস্পর মুসাফাহা করা**	৪৪৫
	মুসাফাহার আদব	৪৪৬
৪৮	**বেঁচা-কেনা ও পাওনা আদায়ে দয়াপরবশ হওয়া**	৪৪৯
	ঋণ ও দেনা-পাওনা আদায়-পরিশোধে ইসলামের নির্দেশনা	৪৪৯
৪৯	**সুন্নাহ আমলের কাফ্ফারা**	৪৫২
৫০	**মুসলিমের পাকা চুল**	৪৫৫
	চুল খেযাব করার বিধান	৪৫৫
৫১	**মজলিসের কাফ্ফারার দু'আ**	৪৫৭
	শেষ কথা	৪৫৯

গুনাহ মার্জনাকারী
নেক আমলের পরিচয়

‘গুনাহ মার্জনাকারী’ পরিভাষার ব্যাখ্যা

সুপ্রিয় পাঠক, ‘গুনাহ মার্জনাকারী’ এই পরিভাষাকে কুরআন ও হাদীসের ভাষায় كَفَّارَاتٌ বলা হয়েছে। আরবী ‘কাফ্ফারা’ শব্দের অর্থ, আচ্ছাদনকারী বা গোপনকারী। যেমন, বলা যায়,

كَفَّارَةُ الْأَيْمَانِ، وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ، وَكَفَّارَةُ الْقَتْلِ الْخَطَأِ

“ঈমানের কাফ্ফারা, যিহারের কাফ্ফারা এবং ভুলবশত হত্যার কাফ্ফারা ইত্যাদি।”

‘কাফ্ফারা’ শব্দের আরেক অর্থ হচ্ছে, যা দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়। যেমন, সদকার কাফ্ফারা দিয়ে গুনাহকে ঢেকে দেওয়া, সিয়াম বা রোযার কাফ্ফারা দিয়ে সংশ্লিষ্ট গুনাহকে আচ্ছাদন ইত্যাদি। এককথায়, কাফ্ফারা এমন এক স্বভাবজাত আমলকে বুঝায়, যার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, পাপ, অপরাধ কিংবা গুনাহকে আচ্ছাদন করা, গোপন করা বা মুছে দেওয়া ইত্যাদি।

প্রিয় পাঠকের বুঝার সুবিধার্থে অত্র গ্রন্থে কাফ্ফারা শব্দের অর্থ ‘মার্জনাকারী’ হিসেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এ কথা বলে রাখা জরুরি যে, গুনাহ কেবল মহান আল্লাহই ক্ষমা করেন; নেক আমল নয়। তবে নেক আমলের ওয়াসিলায় মহান আল্লাহ গুনাহ ক্ষমা করেন।

আবার, গুনাহ মার্জনাকারী শব্দের আরেকটি আরবী প্রতিশব্দ مَغْفِرَةٌ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ, আচ্ছাদন করা। যেমন, মহান আল্লাহর গুণবাচক নাম, গাফ্ফার, গফুর। যার অর্থ-

اَلسَّاتِرُ لِذُنُوْبِ عِبَادِه وَعُيُوْبِهِمْ، الْمُتَجَاوِزُ عَنْ خَطَايَاهُمْ وَذُنُوْبِهِمْ

“বান্দাহর গুনাহ এবং অপরাধ গোপনকারী, উপেক্ষাকারী, ক্ষমাকারী ও মার্জনাকারী।”

যেমন, বলা হয়ে থাকে,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا مَغْفِرَةً وَغَفْرًا وَغُفْرَانًا، وَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْغَفَّارُ، يَا أَهْلَ الْمَغْفِرَةِ

"হে আল্লাহ! আমাদের পাপ, অপরাধ ও গুনাহকে ঢেকে দাও, গোপন করে দাও, ক্ষমা করো, উপেক্ষা করো এবং মার্জনা করো। কেননা, হে মার্জনাকারী, তুমিইতো কেবল বান্দাহর পাপ, অপরাধ ও গুনাহকে গোপনকারী, ক্ষমাকারী, উপেক্ষা, কারী ও মার্জনাকারী।" (লিসানুল আ'রব, হরফ 'غفر', ৫/২৫ ও ইবনে আসীরের আন-নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীস, মাদ্দাহ غفر, ৩/৩৭৩)।

আর আরবী পরিভাষা اَلْاِسْتَغْفَارُ-এর অর্থ হলো,

طَلَبُ سَتْرِ الذُّنُوْبِ وَالْعُيُوبِ، وَالتَّجَاوُزِ وَالْعَفْوِ عَنْهَا، بِالْمَقَالِ وَالْفعَالِ

"কথা এবং কাজের মাধ্যমে পাপ, অপরাধ ও গুনাহকে ঢাকার মাধ্যম তালাশ করা।"

উল্লেখ্য, শুধু মুখে ক্ষমা চাওয়ার নাম ইস্তিগফার নয়। বরং কাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করাও এর অন্যতম শর্ত। যেমন, আরবী ভাষায় বলা হয়ে থাকে,

اَلْاِسْتِغْفَارُ بِاللِّسَانِ دُوْنَ الْفعَالِ فِعْلُ الْكَذَّابِيْنَ

"এমন ইস্তিগফারকে মিথ্যুকের ইস্তিগফার বলে, যা কাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন না হয়ে শুধু মুখের দ্বারা করা হয়।" (আল্লামা ইসফাহানীর মুফরাদাতু আলফা-জিল কুরআন, মাদ্দাহ غفر, ৬০৯ পৃষ্ঠা)।

নেক আমল করার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় খেয়াল রাখা জরুরি

আলোচ্যাংশে শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ কর্তৃক রচিত 'ঈমানী দুর্বলতা' কিতাবের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে।

এক. নেক আমলে গড়িমসি ও দেরি করা যাবে না

সুযোগ পেলেই যথাসম্ভব দ্রুত নেক আমল করে ফেলতে হবে। আল্লাহ বলেন, "তোমরা অগ্রে ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মতো প্রশস্ত...।" (সূরা ৫৭; হাদীদ ২১)

সহীহ মুসলিমে আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু'র এক বর্ণনায় আছে, বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের প্রশস্ততার

কথা বলে সাহাবাদের উদ্বুদ্ধ করেন। উমায়র ইবন হিমাম রাদিয়াল্লাহু আনহু শক্তি অর্জন করতে কয়েকটি খেজুর খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, "আমি যদি এসব খেজুর শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকি তাহলে অনেক দেরি হয়ে যাবে।" তিনি সেগুলো সরিয়ে রেখে জিহাদে শরীক হয়ে যান এবং শহীদ হন।

দুই. নেক আমল নিয়মিত করা

নেক আমল পুনঃপুনঃ করলে ঈমান তাজা হয়। অনিয়মিত বড় কোনো আমলের চেয়ে ছোট ছোট আমল নিয়মিত করার ফায়দা বেশি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন্ আমল আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়। তিনি বললেন, "যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা অল্প হয়।" (ফাতহুল বারী- ১১/১৯৪)

তিন. নেক আমলের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা

ঈমান মজবুত করা কোনো এককালীন কাজ নয়। এটি করেই যেতে হয়, করেই যেতে হয়। আল্লাহ বলেন, "তারা রাতের সামান্য অংশেই নিদ্রা যেতো, রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করতো এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক ছিলো" (সূরা ৫১; যারিয়াত ১৭-১৯)। বুজর্গগণ সাত দিনে একবার কুরআন খতম দিতেন, জিহাদে থাকলেও কিয়ামুল লাইল পড়তেন, কারাগারে থাকলেও তাহাজ্জুদ পড়তেন। স্ত্রীর হক আদায় আর তাহাজ্জুদ পড়া– দুটোর জন্য তারা রাতের সময় রুটিন করে নিতেন। রোযা, পড়াশোনা, শিক্ষকতা, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, জানাযা পড়া ইত্যাদির জন্য রুটিন থাকতো। তাঁদের অনেকে বছরের পর বছর তাকবীরে তাহরীমা মিস না করে জামা'আতে সালাত পড়েছেন।

চার. নেক আমল বেশি করতে গিয়ে নিজের উপর কঠোরতা আরোপ না করা

আমরা বুজর্গ আওলিয়াদের আমল দেখে উৎসাহিত হবো, নেক আমলে ফাঁকি দেবো না। কিন্তু নিজের উপর এতো বোঝা চাপাবো না, যাতে ইবাদাতে বিরক্তি চলে আসে। মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই পিলারের মাঝে রশি বাঁধা দেখে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। বলা হলো, এটা যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা'র। তিনি নফল নামাজ পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে গেলে সেটা ধরে উঠাবসা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রশিটি খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়ে বলেন, "যতোক্ষণ সতেজতা থাকে ততক্ষণ নফল নামাজ পড়তে।" (বুখারী: ১০৯৯) সহীহ বুখারীতে একটি অধ্যায়ের নামই রাখা হয়েছে 'ইবাদাতে কঠোরতা আরোপ অপছন্দনীয় হওয়া'।

পাঁচ. **রুটিনে থাকা ইবাদাত মিস হয়ে গেলে তা ফিল আপ করে নেওয়া**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম বা ব্যথার জন্য রাতে নফল নামাজ পড়তে না পারলে দিনে বারো রাকাত নফল পড়ে নিতেন। (আহমদ, ৬/৯৫) একবার তিনি আসরের পর দুই রাকাত পড়লেন দেখে উম্মু সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা অবাক হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "বনু আব্দুল কায়েস গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল আসায় তাঁর যুহরের পরের দুই রাকাত পড়া হয়নি। তিনি এখন সেটি পড়ে নিলেন।" (ফাতহুল বারী- ৩/১০৫)

ছয়. **নেক আমল কবুল হওয়ার আশা আর কবুল না হওয়ার ভয় অন্তরে রাখা**

সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পরও নিজের কমতির কথা ভেবে ভীত হবে। আর আল্লাহর দয়ার কথা ভেবে আশান্বিত হবে। "এবং যারা যা দান করার, তা ভীত কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে" (সূরা ২৩; মুমিনূন ৬০)। এ আয়াতের ব্যাপারে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কি তাদের ব্যাপারে বলা হলো, যারা মদ খায় আর চুরি করে?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "না রে, সিদ্দীকের বেটি! এরা নামাযী, রোযাদার কিন্তু দান কবুল না হওয়ার ব্যাপারে ভয় করে। তারাই কল্যাণ দ্রুত অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী।" (আয়াত ৬১; তিরমিযী, ৩১৭৫)

সাত. **বিভিন্ন রকমের নেক আমল করা**

কিছু ইবাদাত শারীরিক, কিছু আর্থিক, কিছু উভয়। অত্র কিতাবটিতে একান্নটি বিশুদ্ধ নেক আমল তুলে ধরা হয়েছে। এর বাইরে আরও অনেক নেক আমল আছে, সেগুলোও প্রতিও যত্নবান হওয়া।

আট. **অশুভ সমাপ্তির ভয় করা**

জীবনে আমল যেভাবে করা হয়, জীবনের শেষটাও সেভাবে হয়। আল্লাহর নাফরমানিতে কাটালে হয়তো মৃত্যু হতে পারে আত্মহত্যার মাধ্যমে। ধারালো জিনিস দিয়ে আত্মহননকারী জাহান্নামে অনন্তকাল নিজেকে ধারালো বস্তু দিয়ে আঘাত করতে থাকবে। তেমনি বিষপানকারী, উঁচু জায়গা থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যাকারী অনুরূপ শাস্তি পেতে থাকবে। (মুসলিম: ১০৯) ইবনুল কাইয়্যিম তাঁর দা'ওয়া ওয়াদ্দাওয়া' গ্রন্থে এমন কিছু কাহিনী বলেছেন, যেখানে মৃত্যুশয্যায় শায়িত মানুষ অদ্ভুত অদ্ভুত কারণে কালিমা বলতে পারেনি। এক

ব্যক্তি খালি গান শুনতো, তাই গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে মারা যায়। এক ব্যবসায়ীকে কালিমার তালকিন দেওয়া হলে সে বলে, "এই কাপড়টা নিন, আপনাকে মানাবে ভালো।" বাদশাহ নাসিরের এক সৈন্য বলতে থাকে "নাসির আমার রব, নাসির আমার রব।" এক সুদের ব্যাপারী বলতে থাকে, "এগারোয় দশ। এগারোয় দশ।" একজন মৃত্যুশয্যায় বলে বসে, "আল্লাহ আমাকে (এই অসুস্থতা দিয়ে) ন্যায়বিচার করলেন না।" লাশের চেহারা কালো হয়ে যাওয়া বা কিবলা থেকে মাথা ঘুরে যাওয়ারও অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

নয়. বেশি করে মৃত্যুকে স্মরণ করা

সুনানে তিরমিযী'র এক হাদীসে এসেছে, স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে বেশি করে স্মরণ করতে। মৃত্যুকে স্মরণ করার তিনটি লাভ আছে– দ্রুত তাওবা করা যায়, পার্থিব উপকরণ যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা যায় আর ইবাদাতে আগ্রহ পাওয়া যায়। সুন্নাহ ও আদব ঠিক রেখে বেশি বেশি কবর যিয়ারত করা উচিত। শির্কের ভয়ে ইসলামের প্রথম যুগে কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ ছিলো। পরে এর অনুমতি দেওয়া হয়। এতে দিল নরম হয়। এমনকি মন নরম করতে কাফিরদের কবর যিয়ারত করাও জায়েয। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মায়ের জন্য দু'আ করার অনুমতি চাইলে আল্লাহ অনুমতি দেননি। কিন্তু তিনি তাঁর কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলে আল্লাহ অনুমতি দেন। কারণ, এতে মৃত্যুর স্মরণ হয়। (মুসলিম- ৩/৬৫)

কবর যিয়ারত করলে জীবিত যেমন তার ঈমান তাজা করে উপকৃত হয়, মৃতও তেমনি জীবিতের দু'আ পেয়ে উপকৃত হয়। রাসূলুল্লাহ (স) এভাবে দু'আ করেন, "তোমাদের প্রতি সালাম, হে এখানকার মুমিন-মুসলিম অধিবাসীরা। আল্লাহ তাদের রহম করুন, যারা আমাদের আগে গেছেন আর যারা পরে যাবে। ইনশাআল্লাহ, আমরা শীঘ্রই তোমাদের সাথে মিলিত হবো।" (মুসলিম: ৯৭৪) মৃত্যুকে স্মরণ করার ভালো পদ্ধতি হলো, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, মৃতের জানাযার সালাতে যাওয়া, লাশ বহন করা, কবরে মাটি দেওয়া।

দশ. আখিরাতের দৃশ্যপট চোখের সামনে রাখা

অন্তর পরিষ্কার থাকলে অন্তর্চক্ষু দিয়ে মানুষ দেখবে কীভাবে কেয়ামত হচ্ছে, আসমান খুলে যাচ্ছে, মানুষ কবর থেকে উঠে আসছে, মীযান স্থাপিত হচ্ছে, বিচার হচ্ছে, আমলনামা হাতে পাচ্ছে সবাই, (পুল)-সীরাত স্থাপিত হচ্ছে, মুমিন তার নূর দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে, নিচে জাহান্নাম দাউ দাউ করে জ্বলছে, তার এক অংশ অপর অংশকে গ্রাস করছে, কতো মানুষ হাত পা কেটে সেখানে পড়ে যাচ্ছে।

মহান আল্লাহর কুরআনের অনেক সূরায় আখিরাতের স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছে, যেমন- নাবা, ওয়াকিয়া, তাকভীর। হাদীসের গ্রন্থগুলোতেও কিয়ামাহ, রিকাক (হৃদয় বিগলন), জান্নাহ, নার (আগুন) ইত্যাদি অধ্যায় আছে। সালাফগণ শেষ জামানার ব্যাপারে অনেক কিতাব লিখে গেছেন যেমন ইবনে কাসিরের আন-নিহায়া ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম।

এগারো. প্রকৃতিতে আল্লাহর নিদর্শনগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করা

আকাশে মেঘ দেখলে আরবরা খুশি হতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মলিন হয়ে যেতো আযাবের ভয়ে। কারণ, সামূদ জাতি আযাব বহনকারী মেঘ দেখে রহমতের বৃষ্টি ভেবে ফুর্তিতে মেতে ছিলো। (মুসলিম: ৮৯৯) বুখারির বর্ণনায় আছে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ ঘটানো হয় মানুষকে ভয় দেখাতে। গ্রহণের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। আযাবপ্রাপ্ত জাতিগুলোর স্থানসমূহ দেখে ভীত হওয়া উচিত। এমন একটি জায়গা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, "ক্রন্দনরত না হয়ে এ জায়গায় প্রবেশ কারো না। আর কান্না না আসলে প্রবেশ কারো না, পাছে তোমরাও আযাবে পাকড়াও হয়ে পড়ো।" (বুখারি: ৪২৩) অথচ এসব জায়গায় আজকাল ট্যুরিস্ট হিসেবে মানুষ যায় আর মজা করে। যিকিরের মাধ্যমে ঈমান তাজা হয়।

মহান আল্লাহ বলেন, "মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো।" (সূরা ৩৩; আহযাব ৪১) এক ব্যক্তির কাছে ইসলামের দায়িত্বগুলো খুব ভারী মনে হওয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উপদেশ দেন যিকিরের মাধ্যমে জিহ্বা শিক্ত রাখতে। যিকিরের ফলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়, শয়তান দূরীভূত হয়, রিযিকের পথ খুলে যায়, জান্নাতে একেকটা বীজ বপন হয়। গরীব লোকের জন্য দান সদকার সাওয়াব পাওয়ার পদ্ধতি হলো যিকির। দুর্বল ঈমানের সুস্থতার জন্য যিকির খুবই উপকারী। আল্লাহ বলেন, "জেনে রাখো, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।" (সূরা ২৩; রা'দ ২৮) তাহাজ্জুদ বা কিয়ামুল লাইলের মত ইবাদাতগুলো দুর্বল ঈমানদারদের জন্য খুব কঠিন। যিকির হলো সেসব ইবাদাতের দিকে পথ চলা শুরু করার একটি সহজ সমাধান।

বারো. আল্লাহর প্রতি নিজের মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা

আল্লাহ বলেন, "...এবং সিজদা করো আর নিকটবর্তী হও।" (সূরা ৯৬; আলাক ১৯) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সিজদার সময় বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। অতএব, সে সময় বেশি করে দু'আ

করো।" (মুসলিম: ৪৮২) সিজদায় দু'আ করার নিয়ম আলেমদের থেকে জেনে নিন। সালাফগণ দু'আ করতেন অত্যন্ত সুন্দর ভাষায়। উঁচু পদের মানুষের সাথে বা প্রিয়জনের সাথে কথা বলতে যেভাবে কথা বলেন, তার চেয়ে হৃদয়গ্রাহী শব্দচয়ন করে আল্লাহর কাছে দু'আ করুন।

তেরো. **দীর্ঘ জীবনের আশা না করা**

আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার সামান্যতার কথা চিন্তা করা। "...আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোনো সম্পদ নয়।" (সূরা ৩; আলে ইমরান ১৮৫) দুনিয়ার খাবারকে যতো লবণ মশলা দিয়ে সুস্বাদু করা হোক না কেনো, বর্জ্য হিসেবেই তা বের হয়। ভালোবাসার মানুষটা তার শরীর পরিষ্কার না করলে ময়লা হয়ে দুর্গন্ধ হয়। অথচ জান্নাতের নিয়ামত এসব সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত।

চৌদ্দ. **আল্লাহর দেওয়া সীমা ও চিহ্নসমূহকে সম্মান করা**

"...আর কেউ আল্লাহর সম্মানযোগ্য বিধানাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে পালনকর্তার নিকট তা তার জন্যে উত্তম...।" (সূরা ২২; হাজ্জ ৩০) সম্মান প্রদর্শন ব্যক্তি, স্থান বা সময়ের প্রতি হতে পারে। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন, কাবার পবিত্রতা রক্ষা, রমাদ্বানের মর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখা। আবার সগীরা গুনাহগুলোকে তুচ্ছ না করাও এর অন্তর্গত। সহপাঠীর কলম ধার করে ফেরত না দেওয়ার মতো অনেক ছোটখাটো বিষয়ই আমরা এড়িয়ে যাই।

পনেরো. **আত্ম-সমালোচনা করা**

আল্লাহ তাআলা বলেন, "মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্যে সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা...।" (সূরা ৫৯; হাশর ১৮)

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, "আল্লাহ তোমার হিসাব নেওয়ার আগেই নিজের হিসাব নাও।" তাই একাকী সময় বের করে ভাবুন নিজের আমল নিয়ে।

সর্বোপরি, দু'আ-প্রার্থনা। দুনিয়াবি জিনিস যেভাবে আমরা আল্লাহর কাছে চাই, তার চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে নিজের ঈমানের পরিশুদ্ধি চাওয়া।

* * *

প্রথম অধ্যায়

কুরআনের আলোকে গুনাহ মার্জনাকারী নেক আমল

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿ اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ۭ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ﴾

"যারা ছোট-খাটো অপরাধ ছাড়া বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে ফিরে থাকে (হে রাসূল! তাদের জন্য) আপনার রব ক্ষমা করার বেলায় বড়ই উদার।" (সূরা ৫৩; নাজম ৩২)

বর্তমান আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, মানুষের প্রকৃত পরিচয় বিস্মৃতি। মানুষ তার মূল পরিচয় ভুলে গেছে বেমালুম; নশ্বর ইহজগৎ ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে অবিনশ্বর পরজগতে, যেখানে তাকে দাঁড়াতে হবে মহান পরাক্রমশালী প্রতিপালকের সামনে যাপিত জীবনের হিসাব দিতে, এ বিষয়টি বিদায় নিয়েছে তার মস্তিষ্কের সচেতন অংশ থেকে। অন্যথায়, এ খণ্ডকালীন অস্তিত্বের জগতকে নয়; অনন্ত পরকালকে, স্রষ্টার মুখোমুখি হওয়াকে, স্বর্গ-নরকের সম্মুখীনতাকে সবচেয়ে বড় বিষয় বলে মনে করতো সে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝١٦ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝١٧ ﴾

"কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে থাকো। অথচ, আখেরাতের জীবনই উত্তম ও চিরস্থায়ী।" (সূরা ৮৭; আ'লা ১৬-১৭)

পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবনের চাকচিক্যের ঘুরপাকে পতিত হয়ে আমরা প্রতিনিয়ত মহান আল্লাহর অসংখ্য আদেশ-নিষেধ উপেক্ষা করে চলেছি। দিনের আলোয়, রাতের অন্ধকারে করে চলেছি ঈমান বিধ্বংসী শির্কের মতো জঘন্যতম অপরাধ। অন্যায়-অবিচার, যুলুম-নির্যাতনে মেতে ওঠি। আর সেই অপরাধ মার্জনার নিমিত্তে দয়াময় আল্লাহ বাতলে দিয়েছেন অসংখ্য নেক আমল। এই অধ্যায়ে কুরআনুল কারীম থেকে পনেরোটি সহজ নেক আমল দলীল-প্রমাণসহ উপস্থাপন করা হলো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হাদীসের আলোকে গুনাহ মার্জনাকারী নেক আমল

শাব্দিকভাবে কোনো অন্যায় বা অপরাধকে আমরা পাপ বলে বুঝি। আর ইসলামের দৃষ্টিতে পাপ হলো, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কোনো বিধি-বিধানকে অমান্য করা। মানুষ মাত্রই কোনো না কোনো পাপ করেছে। আনাস বিন মালিক (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ»

"প্রত্যেক আদম সন্তানই ভুল করে; তবে সর্বোত্তম ভুল সম্পাদনকারী সে, যে তাওবাহ করে।" (সুনানে দারেমী, জামে' তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)

কেউ কম কেউ বেশি, প্রত্যেকেই কোনো না কোনো পাপে লিপ্ত হয়। কিন্তু কোনো সময় হয়তো ব্যক্তি এই পাপ নিয়ে চিন্তা করে, সতর্ক হয় আবার কেউ কেউ হয়তো কখনো তার পাপের ব্যাপারে কোনো ভ্রুক্ষেপই করে না। ইসলামে এ ধরনের আচরণকে উদ্ধত্যপূর্ণ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। বরং গুনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথেই বান্দাহ ক্ষমাপ্রার্থনা করবে মর্মে উৎসাহিত করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

"অবশ্যই আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন, যারা ভুলবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তাওবা করে। এরাই হলো সেসব লোক, যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, রহস্যবিদ।" (সূরা ৪; নিসা ১৭)

পাপের মাধ্যমে একজন পাপী ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামী জ্ঞান ও হালাল রিযিক থেকে মাহরুম হয়। তার কাছে পৃথিবীর সমস্ত কাজ জটিল বলে মনে হয়। আল্লাহর আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হয় আর এই পাপ তার ব্যক্তিত্বকে বরকতহীন ও তাকে চরম নির্লজ্জ করে তোলে।

মহান আল্লাহর একান্ত অনুগত বান্দাহতে পরিণত করার লক্ষ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সমীপে অপরাধীকে একনিষ্ঠ নিয়তে তাওবা করার পাশাপাশি আরো বেশ কিছু নেক আমল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবান ও বাস্তবিক আমলের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়েছেন, যা পরবর্তীতে হাদীস বিশারদগণ আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। এই অধ্যায়ে সেসব হাদীসগ্রন্থ থেকে ছত্রিশটি সহজ নেক আমল দলীল-প্রমাণসহ উপস্থাপন করা হলো।

শেষ কথা

যা না বললেই নয়, প্রিয় পাঠক! প্রকৃত অর্থে কোনো আমল কখনোই কোনো মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না। যেমন, আবু হোরায়রা (রা) বলেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, «لَنْ يُدْخِلَ أَحَداً عَمَلُهُ الْجَنَّةَ» "জেনে রেখো! কারো আমল তাকে জান্নাতে নেবে না।" তারা বললেন, তবে কি আপনাকেও না? তিনি (স) বললেন,

«لا، وَلا أَنَا، إِلا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَلا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ: إِمَّا مُحْسِناً فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْراً، وَإِمَّا مُسِيئاً فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ»

"আমাকেও না! তবে আল্লাহ তাআলা আমাকে মাগফিরাত ও রহমতে ঢেকে রেখেছেন, এটাকে আমি ধারণা করছি। সুতরাং, তোমরা সাধ্যানুযায়ী সঠিকপন্থা অবলম্বন করো এবং চেষ্টা করতে থাকো। কেউ যেনো কখনো মুত্যু কামনা না করে। যদি সেসৎকর্মপরায়ন হয়ে থাকে, তাহলে হায়াত তাকে আরো সৎ কাজের সুযোগ এনে দেবে। আর যদি সে পাপাচারী হয়, তাহলে তাওবা করার সুযোগ পাবে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

অর্থাৎ, পাহাড় সমপরিমাণ নেক আমল করেও কোনো বান্দাহ ঐ আমলের বদৌলতে জান্নাতে দাখিল হবে বলে নিশ্চিত মনে আশা পোষণ করাটা নিরেট বোকামী বৈ আর কিছুই নয়। যেমন, আবু হোরায়রা (রা) বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করলেন, «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ» "তোমরা কি বলতে পারো, অভাবগ্রস্ত কে?" তারা বললেন, আমাদের মধ্যে যার দিরহাম (টাকা-কড়ি) ও ধন-সম্পদ নেই, সেই

তো অভাবগ্রস্ত। তখন তিনি (স) বললেন, "আমার উম্মাতের মধ্যে সেই প্রকৃত অভাবগ্রস্ত, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সালাত, সওম ও যাকাত নিয়ে আসবে। অথচ, সে এই অবস্থায় আসবে যে, একে গালি দিয়েছে, ওকে অপবাদ দিয়েছে, এর সম্পদ ভোগ করেছে, একে হত্যা করেছে, তাকে মেরেছে। এরপর তখন তার নেক আমাল থেকে এ রকম সকলকে দেওয়া হতে থাকবে। এভাবে সকলের হক তার নেক আমল থেকে পুরণ করা না গেলে তখন তাদের পাপের অংশ তার প্রতি নিক্ষেপ করা হবে। এরপর সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।" (সহীহ মুসলিম)

তবে একনিষ্ঠ নেক আমলের মাধ্যমে অর্জিত মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং দয়াই কেবল বান্দাহকে জান্নাতের উপযোগী করতে পারে।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعۡبُدُوا اللّٰهَ مُخۡلِصِيۡنَ لَهُ الدِّيۡنَ ۙ۬ حُنَفَآءَ وَيُقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُؤۡتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيۡنُ الۡقَيِّمَةِ ﴾

"তাদেরকে এছাড়া কোনো নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে, সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে। এটাই সঠিক দীন।" (সূরা ৯৮; বাইয়্যিনাহ ৫)

অর্থাৎ, মহান আল্লাহর কাছে ইখলাসপূর্ণ আমলই হলো সঠিক দীন বা ধর্ম। তাই ইখলাসবিহীন কোনো আমলই নাজাত কিংবা জান্নাত পাওয়ার জন্য যথেষ্ঠ নয়। আরও সহজে বলা যায় যে, ইখলাসপূর্ণ নেক আমল যদিও তা পরিমাণে কম হয়, তার দ্বারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দয়া অর্জন করা সম্ভব হতে পারে বলে আশা করা যায়। নিম্নে সহীহ হাদীসের আলোকে ইখলাসপূর্ণ নেক আমলের দ্বারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে জান্নাতপ্রাপ্ত হয়েছেন– এমন দু'একটি ঘটনা পেশ করছি।

যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েল (র)-এর ঘটনা

বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েল (র) ঈসা (আ)-এর ইন্তেকালের প্রায় ছয়শত বছর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর আগে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ব্যাপারে আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা) বলেন, ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বে একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার নিম্নাঞ্চলের বালদা নামক স্থানে যায়েদ ইবন আমর ইবন

নুফায়েলের সাথে সাক্ষাত করলেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে খাবারে পরিপূর্ণ একটি 'খানচা' পেশ করা হলো। তিনি তা থেকে কিছু খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। এরপর যায়েদ (র) বললেন, আমিও ঐসব জন্তুর গোশ্ত খাই না, যা তোমরা তোমাদের দেবদেবীর নামে যবাই করো। আল্লাহর নামে যবাইকৃত ছাড়া অন্যের নামে যবাই করা জন্তুর গোশ্ত আমি কিছুতেই খাই না। যায়েদ ইবন আমর কুরাইশের যবাইকৃত জন্তু সম্পর্কে তাদের উপর দোষারোপ করতেন এবং বলতেন, বকরীকে সৃষ্টি করলেন আল্লাহ, তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করলেন। ভূমি থেকে উৎপন্ন করলেন তৃণলতা, অথচ তোমরা আল্লাহ তাআলার-সমূহদান অস্বীকার করে প্রতিমার প্রতি সম্মান করে আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করছো!" (সহীহ বুখারী)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিল হওয়ার পাঁচ বছর আগে ইন্তেকাল করলে তার সন্তান সাহাবী সাঈদ ইবন যায়েদ (রা) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের পিতাকে তো আপনি দেখেছেন, তিনি কেমন ছিলেন। অথচ আমার বাবার ইন্তেকালের পর আপনার কাছে ওহী নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ, আমার পিতা তো না ঈসা (আ)-কে পেয়েছেন, তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করবেন। আর যা-ও আপনাকে পেয়েছেন; কিন্তু আপনার নবুওয়তের পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। এখন আমি কি আমার বাবার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করতে পারি? অথচ, আমি জানি তিনি এই ঘোষণা দিতেন যে,

إِلَهِي إِلَهُ إِبْرَاهِيمَ وَدِينِي دِينُ إِبْرَاهِيمَ وَيَسْجُدُ

"আমার ইলাহ একমাত্র তিনিই, যিনি ইবরাহীম (আ)-এর ইলাহ। আমার জীবনবিধান তথা ধর্ম আর ইবরাহীম (আ)-এর ধর্ম তথা জীবনবিধান একই।"

এতদশ্রবণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী সাঈদ ইবনু যায়েদ (রা)-কে এই মর্মে তার পিতার ব্যাপারে সু-সংবাদ দিলেন, "(হে সাঈদ! জেনে রাখো!) তোমার পিতা যায়েদকে মহান আল্লাহ নবী ঈসা (আ) ও আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যবর্তী সময়ের একমাত্র উম্মত হিসেবে হাশরের ময়দানে উত্থাপিত করবেন।" (আসসিরাতুন নবুবিয়্যাহ-ইমাম ইবনু কাসীর, হাদীসটির সনদ হাসান)